স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই পৌষ বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 2nd Jan. 1963 { ৩২শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সরল ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই পৌষ বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

জাগরণ

—০—

নিদ্রা ভঙ্গে উত্থানের নাম জাগরণ। অবসন্ন বা আত্মবিস্মৃত অবস্থা হইতে শক্তি ও উৎসাহ লাভের নামও জাগরণ। চিরদিন অতিথি বৎসল ভারতের গৃহাগত ব্যক্তির সেবা করাই ধর্ম্মসম্মত। সকলেই জানেন—চীনের অধিবাসীরা 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' যাঁর মূলমন্ত্র, সেই বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। ভিতরে ভিতরে পররাজ্য লালসায়, মিত্র সাজিয়া শত্রুতা সাধন করাই তাহাদের ধর্ম্ম হইয়াছে, ইহা বুঝিতে না পারিয়া "হিন্দী চীনী ভাই ভাই" বুলিতে আত্মীয় জ্ঞানে ইহাদের শয়তানীতে খুব প্রবঞ্চিত হইয়াছে ভারত।

এই আত্মবিস্মৃত অবস্থা হইতে উত্থিত হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সরকার 'লোকরঞ্জন' সম্প্রদায় সৃষ্টি করতঃ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার ঠাকুর বাড়ীতে এই সম্প্রদায় খুব সাফল্যের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় প্রথমে উদ্বোধন করিতে উঠিলে একটি বালক আর একটি বালককে চুপি চুপি বলিল "দেখ, ইংরাজ রাজত্বের মহকুমা শাসকের লেখা নাটকের উদ্বোধন করছেন স্বাধীন রাজ্যের মহকুমা শাসক।" 'উদ্বোধন' মানে "বোধ সঞ্চারণ"। মহকুমা শাসক শ্রীগুপ্ত মহাশয় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলকে অভিনয়ের উদ্দেশ্য সহজ ভাষায় বুঝাইবার পর সম্প্রদায়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। উদ্বোধন হইতে যবনিকা পতন পর্য্যন্ত শ্রোতৃগণ নিঃশব্দে অচল অটলভাবে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং সে দিনের অভিনয় অতি সুন্দর হইয়াছিল। ২৮শে ডিসেম্বর সম্প্রদায় লালগোলায় অভিনয় করেন। সেখান হইতে নিমতিতায় ২৯শে ডিসেম্বর অভিনয় হয়। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহাশয় সেখানেও উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাম্যমাণ থিয়েটার সম্প্রদায় যে ভাবে লোকরঞ্জন সহ "শত্রু-নিপাতে অহিংস থাকা মহাপাপ" এই মন্ত্র প্রচার করিয়া অভিনয়ে অভিনব পন্থা দেখাইতেছেন। এই সম্প্রদায়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে এমন কি পাকিস্তান হইতেও উপযুক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করা হইয়াছে। যেন তেন প্রকারেণ শত্রুর সহিত রণে 'জাগরণ' আবশ্যক।

কেন্দ্র কর্ত্তৃক বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিচালন-ভার গ্রহণ

আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্যানের চাবি হস্তান্তর

১লা জানুয়ারী—আজ বৎসরের প্রথমদিনে শিবপুরে ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন্স এর উপর হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তৃত্বের অবসান হইল। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উদ্যানের ঐতিহাসিক বটবৃক্ষতলে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের হস্তে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্যানের চাবিটি হস্তান্তর করেন। ১৮৫৮ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী সৃষ্টি হওয়ার সময় হইতে এই উদ্যানের উপর বাংলা সরকারের কর্ত্তৃত্ব ছিল। ১০৪ বৎসর পর ঐ কর্ত্তৃত্বের সমাপ্তি হইল। চাবিটি গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক কবির এই আশ্বাস দেন যে, উদ্যানের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বৃদ্ধি পাইবে ও উহা উদ্ভিদ বিদ্যার নিয়মিত গবেষণার এক প্রধান কেন্দ্র হইবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন অধিকারের চিহ্ন চাবিটি অর্পণ করিয়া বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া উহাকে দেশের স্বার্থে আরও বেশী প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিবেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ফলাফল

এ বৎসর এই জেলার মোট ১৬,২৯৯ জন বালক বালিকা জেলার ৮৮টি বিভিন্ন কেন্দ্রে গত ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর (১৯৬২) তারিখে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা দিয়াছিল। পরীক্ষার ফলাফল সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা:—১ম বিভাগ ৪,৭৩১ ২য় বিভাগ ৪,৪৪৮, পাশ ৫,৪৭০ মোট ১৪,৬৪৯

পাশের হার শতকরা ৮৯·৮ হইয়াছে। স্থানীয় অবর বিদ্যালয়-পরিদর্শক মহাশয়গণের অফিস হইতে শিক্ষকমশায়গণের মাধ্যমে উত্তীর্ণ ছাত্র, ছাত্রীদের সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সার্টিফিকেটের জন্য কোন ফি দিতে হয় না। কোন উত্তীর্ণ ছাত্র, ছাত্রী ২।১।৬৩ তারিখের মধ্যে সার্টিফিকেট না পাইলে অভিভাবক মহাশয় প্রথমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকমহাশয়, পরে স্থানীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয় ও অবশেষে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করুন।

শ্রীগোপীনাথ অধিকারী

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ।

গম খাইতে না খাইতে পায়রার মৃত্যু

কলিকাতা, ৩০শে ডিসেম্বর—আজ জয়মিত্র ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে গম খুঁটিয়া খাইয়া ছয়টি পায়রার মৃত্যু হইয়াছে। গম ঠোঁটে তুলিয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতে এক মিনিটও সময় লাগে নাই। আজ দুপুরে জয়মিত্র ষ্ট্রীটের ডাঃ সুনীতি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর শিশুরা গম ছড়াইয়া পায়রাদের খাওয়াইতেছিল। সাতটি পায়রাকে ঘিরিয়া শিশুরা বসিয়া উহাদের খাওয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ গম খাইতে খাইতে ছয়টি পায়রা ঢলিয়া পড়ে। তখন শিশুরা চীৎকার করিয়া উঠে এবং একটি শিশু একটি পায়রার পেট চাপিয়া ধরিতে সে পায়রাটি বমি করিয়া ফেলে। তখন উহার ঠোঁট ফাঁক করিয়া জল ঢালিয়া উহার মাথা নীচের দিকে করিয়া উহাকে ঝাঁকানো হইতে থাকে। এভাবে উহাকে খানিকটা সুস্থ করিয়া তোলা হয়। কিন্তু বাকী ছয়টিকে কোন প্রকারে বাঁচানো যায় নাই। উহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট শাখাকে সংবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু এনফোর্সমেণ্টের লোকেরা প্রায় সাত ঘণ্টা পরে ঐ বাড়ীতে যান ও এই ব্যাপারে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। প্রকাশ যে, দানাপট্টির এক গমের আড়ত হইতে বাড়ীর মালিক ২ মণ ১০ সের গম কিনিয়াছিলেন এবং ঐ গমই আজ প্রথম পায়রাদের খাইতে দেওয়া হয়।

শোক-সংবাদ

জেলা মুর্শিদাবাদ মহকুমা জঙ্গিপুরের অন্তর্গত নিমতিতার জমিদার রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর গত ৩১শে ডিসেম্বর বেলা ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় ৮২ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইংরাজী বর্ষের শেষ দিনে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে পত্নী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ১ পৌত্র, ৫ পৌত্রী, ২ কন্যা, ১ দৌহিত্র, ৩ দৌহিত্রী ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। নিমতিতার জমিদার বাবুদের প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দজীর প্রতি এই বংশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের অচলা ভক্তি দেশবিখ্যাত। কিছুদিন পূর্ব্বে সকলে অনুমান করিয়াছিলেন—জমিদার বাবুদের সুবৃহৎ অট্টালিকা মা-গঙ্গা গ্রাস করিবেন ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। লোকে বলে—রায় বাহাদুর তখন বলিয়াছিলেন—গোবিন্দজী যদি তাঁহার মন্দির রক্ষা করেন, আমাদের বাসগৃহও রক্ষা হইবে। মা-গঙ্গার গ্রাস হইতে অট্টালিকা রক্ষা না পাইলে, নিজে হাতে বাড়ী ভাঙ্গিয়া ইঁট কাঠ সরাইলে কি হইবে?

বিষ্ণু পাদার্ঘ্য-সম্ভূতা গঙ্গা আর ভাঙ্গেন নাই।

এই জমিদার বংশের আর একটি আশ্চর্য্য কথা শোনা যায়—এই বংশের ৺গৌরসুন্দর চৌধুরী ও ৺দ্বারিকানাথ চৌধুরী দুই সহোদর ছিলেন না, তবুও ইঁহাদের একতার নিদর্শন তাঁদের বংশধরগণ জি. ডি. ইন্‌ষ্টিটিউশন নামক শিক্ষা নিকেতনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

রায় বাহাদুরের অগ্রজ ৺মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় নাট্যকলাকুশলী ছিলেন। তিনি ৪৬ বৎসর বয়সে সংসার রঙ্গালয় ত্যাগ করিয়া কাম্যধামে গমন করিয়াছিলেন। তাঁদের মত লোকেই বলিয়াছেন—

"যার যখন হতেছে সাঙ্গ রঙ্গালয়ের অভিনয়—
কা কস্য পরিবেদনা তখন সে আর কারো নয়।
কোথা রয় প্রেয়সীর প্রণয়, পুত্র কন্যার
কাতর বিনয়।
মানে না কারো অনুনয়, চলে যায় সাজ
সজ্জা ত্যজে।
এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গ মঞ্চ মাঝে,
রঙ্গের নট নটবর হরি যারে যা সাজান
সেই তা সাজে।

আমরা শোকার্ত্ত স্বজনগণের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

রঘুনাথগঞ্জ—জঙ্গীপুর রোড রেলওয়ে ষ্টেশন এর মধ্যে একখানি বাস চালাইবার স্থায়ী রুট পারমিটদানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। জঙ্গীপুর রোড রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেণ আসা ও ছাড়িয়া যাওয়ার সময়-তালিকা অনুসারে এই বাস চালাইতে হইবে। মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকারের অফিস হইতে নির্ধারিত ফরম পাওয়া যাইবে। উপরোক্ত রুট পারমিটের জন্য দরখাস্তসমূহ ১৯৬৩ সালের ৩১শে জানুয়ারী বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত হইবে। স্বাঃ এম, সি, দত্ত, সেক্রেটারি মুর্শিদাবাদ, আঞ্চলিক পরিবহণ প্রাধিকার।

মেধাবী ছাত্রের সুযোগ

নবম ও দশম শ্রেণীর কয়েকটি মেধাবী ছাত্রকে বিনা বেতনে ও অর্দ্ধেক হোষ্টেল খরচে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইবে। মেধাবী মুসলমান ও তপশীল জাতি ছাত্রদের বেতন ও হোষ্টেল খরচ লাগিবে না। সম্পাদক মির্জ্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চতর (মালটি-পারপাস) মাধ্যমিক বিদ্যালয়। পোঃ গনকর, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৩

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

১৭ অন্য ডিঃ ত্রিভুবনেশ্বর রায় নাঃ দিং দেং সাত্তার হোসেন সেখ দিং দাবি ৩৮ টাকা ৩৩ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ৪৫ শতক খাজনার যোগ্য জমির অর্দ্ধাংশ আঃ ১৫০৲ খং ৮৫

হারাইয়াছে

জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের অফিস হইতে একখানি সাদা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ফরম নং ৯৮ খোয়া গিয়াছে। উহা বাতিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেহ উহা অসৎ উপায়ে ব্যবহার করিলে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তাহার জন্য দায়ী হইবেন না। এ বিষয়ে এতদ্দ্বারা সকলকে সতর্ক করা যাইতেছে।

শ্রীঅবনীকুমার রায়,
৩০-১২-৬২ প্রধান শিক্ষক

বিজ্ঞপ্তি

মির্জাপুর রেশম শিল্পী সমবায় সঙ্ঘ লিমিটেড
(পোঃ গনকর)

এতদ্দ্বারা মির্জাপুর রেশম শিল্পী সমবায় সঙ্ঘ লিমিটেড এর সহিত সংশ্লিষ্ট সকল পাওনাদার, দেনাদার, অংশীদার, আমানতকারী, খরিদ্দার, কর্জ্জগ্রহীতা ও শিল্পীগণকে জানান যাইতেছে যে আমরা উক্ত সমিতির ১৯৬১-৬২ সালের বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা করিতেছি। উপরোক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্ত্তী ৪ দিনের মধ্যে সমিতির কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ হিসাব মিলাইয়া দেখেন ও হিসাবে কোন ভুল থাকিলে তাহা আমাকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় অবিলম্বে জানাইয়া বাধিত করেন। অন্যথায় উক্ত সমিতির প্রদর্শিত হিসাব সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণ্য করিব। এই সম্পর্কে স্বতন্ত্র নির্ভুলতা নির্দ্ধারকপত্র দেওয়া হইবে না।

K. N. Banerjea
Chartered Accountant
C/o. K. N. Banerjea & Co.
9. Lall Bazar Street
Calcutta—1

ইঞ্জিন বিক্রয়

একটী উনান ইঞ্জিন তিন কিলো এসি, ডায়নামা ও তাহাতে ডিসি বার ভোল্টও আছে রেডিয়াটার সিষ্টেম—বিক্রয় করিব। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ দাস
পাবলিসিটি অফিস, চাউলপটি রঘুনাথগঞ্জ।

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

চ্যবনপ্রাশ

নিয়মিত সেবনে শ্বাস, কাশ ও হাঁপানি রোগ চিরতরে নিরাময় হয়।

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।